মুদ্রণ : ক্যাক্টস প্রিন্টার্স, জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা, ফোন : ০৩৮১-২৩০৭৪০০

ক্রীড়াক্ষেত্রে এগিয়ে চলার লক্ষ্যে

ত্রিপুরা

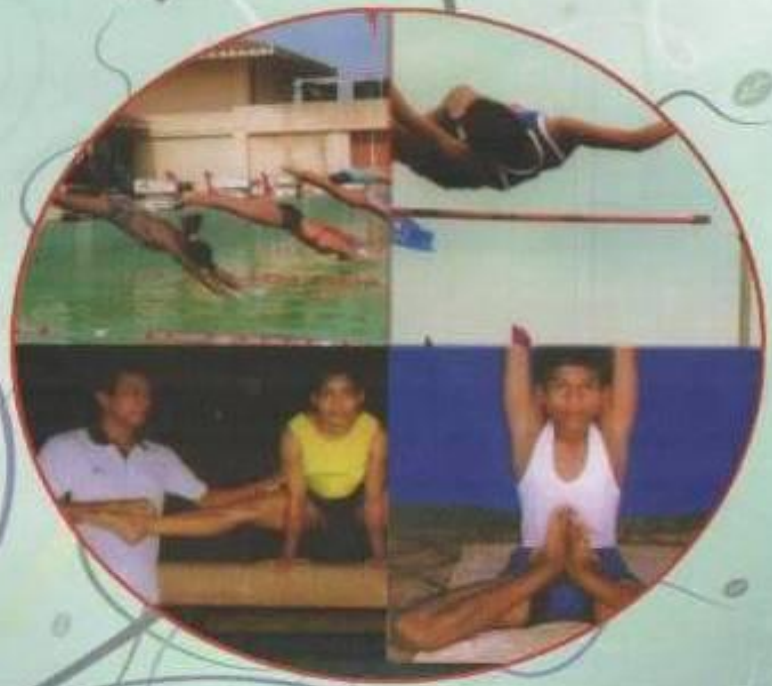

২০১২

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
আগরতলা

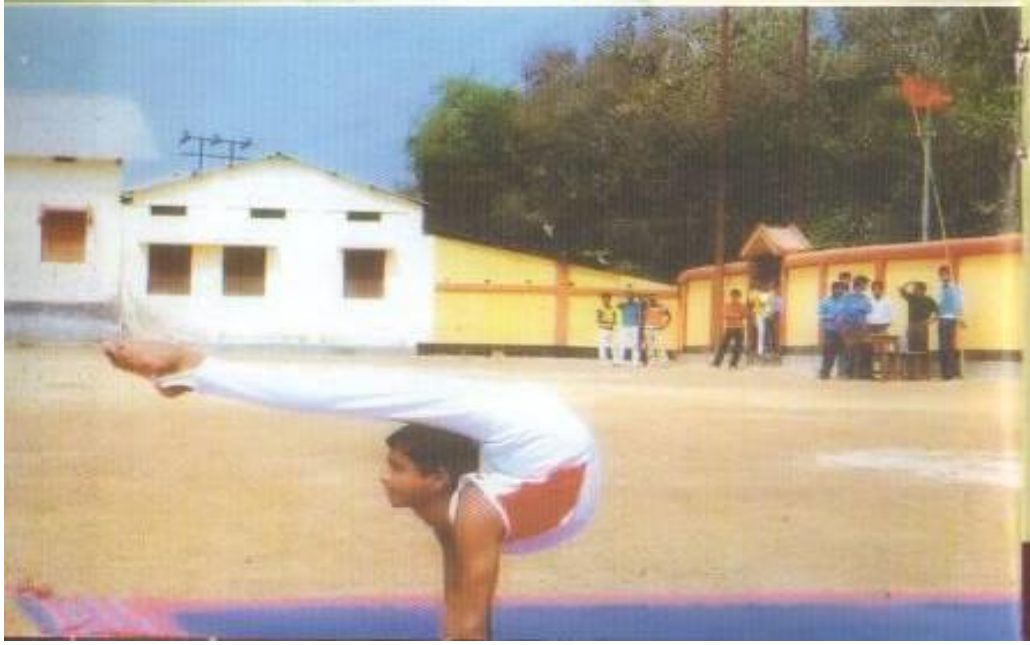

সমাজের সব মানুষের সামগ্রিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমেই সমৃদ্ধশালী দেশ গঠন সম্ভব। আর এই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হয় সবল ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জাতি গঠনের মাধ্যমেই। এই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জাতি গঠনের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ত্রিপুরা সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণের কাজ করবার প্রয়াস জারি রেখেছে।

১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আগে পর্যন্ত ত্রিপুরায় যুব বিষয়ক কর্মসূচী ও ক্রীড়া দপ্তরের আলাদা কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন শিক্ষা দপ্তরের অধীনে খুব অল্প পরিসরে যুব কর্মসূচী ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালিত হত। ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজ্য সরকারের এক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের ফল হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর। ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচীর উন্নয়নের জন্যে প্রকৃত অর্থে পরিকল্পিত চিন্তাভাবনা শুরু হয় তখন থেকেই।

ক্রীড়ানীতি ও তার মূল উদ্দেশ্য

কোনও ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটি নীতিগত অবস্থান থেকে লক্ষ্য স্থির করে দীর্ঘ, মধ্য ও স্বল্প মেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী প্রণয়ন। আমাদের দেশে সার্বিকভাবে বিচার ও বিবেচনা করলে যথার্থ জাতীয় ক্রীড়ানীতি বলতে যা বোঝায় সে রকম কোনও ক্রীড়ানীতি নেই। কিন্তু এরকম একটি পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্য উদ্যোগ নেয় একটি যথার্থ ক্রীড়ানীতি প্রণয়নের জন্য এবং সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯৭ সালে প্রণীত হয় রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব নীতি। এই ক্রীড়ানীতির মূল বক্তব্য হচ্ছে **'সকলের জন্য খেলাধূলা'**।

১) যুবক-যুবতীদের স্বাস্থ্য ও মনের দিক থেকে সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করা।

২) ক্রীড়া ও শারীরশিক্ষাকে সামগ্রিক শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে মানব-সম্পদ বিকাশে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা।

৩) যুব সমাজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

৪) ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন ও তার মাধ্যমে জাতীয় গর্ব ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা।

৫) ক্রীড়ার মান উন্নয়ন।

৬) আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়ার পরিকাঠামো নির্মাণ।

৭) রাজ্যে ক্রীড়ার মান জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার প্রয়াস চালানো।

ক্রীড়ানীতি রূপায়ণ

পরবর্তী সময়ে এই ক্রীড়ানীতির সঠিক রূপায়ণের জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রের সাথে যুক্ত প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রীড়াব্যক্তিত্বদের সহযোগিতা ও পরামর্শে ২০০০ সালে একটি বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা তৈরি করা হয়।

এই পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে রাজ্যের ৬ (ছয়) ধরণের খেলাকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দেবার পরামর্শ দেওয়া হয়। সেগুলি হল- ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, জিমন্যাসটিক্স, যোগা এবং জুডো। সকলের জন্য এবং সবধরণের খেলার পাশাপাশি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খেলাগুলোর উন্নয়নের জন্য ক্রীড়া দপ্তর কাজ করে চলেছে।

ক্রীড়া-পরিকাঠামো উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

ক্রীড়ার মান উন্নয়নে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হল পরিকাঠামো উন্নয়ন, জলবায়ু ও ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে নিয়মিত ও ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করা। ক্রীড়া-পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে বিগত পাঁচ বছরে রাজ্যে দ্রুতগতিতে এই উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছে।

ক্রীড়া পরিকাঠামো	১৯৭২	১৯৭৮	১৯৯৮	২০১২ (মার্চ)
মিনি স্টেডিয়াম	-	১	২৭	৪০
সুইমিং প্ল্যাটফর্ম	-	-	৩	১১
বিজ্ঞান ভিত্তিক সুইমিং পুল	-	-	-	২
জিমনাসিয়াম হল	-	১	১	২
স্পোর্টস হল	-	-	-	৩
রাজ্য স্পোর্টস কমপ্লেক্স	-	-	-	১
ইয়ুথ হোস্টেল	-	-	১	১
ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল	-	-	-	১
ফিজিকেল এডুকেশন কলেজ	-	-	১	১
স্টেডিয়াম	-	-	১	২
ইনডোর স্টেডিয়াম	-	-	-	১
এডভেনচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	-	-	১	১

নতুন ক্রীড়া-পরিকাঠামো তৈরিতে উদ্যোগ

১। আগরতলায় অবস্থিত নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (এন এস আর সি সি) কমপ্লেক্সে একটি আধুনিক ইন্ডোর স্টেডিয়াম তৈরির কাজ চলছে। এখানে জিমনাস্টিক্স, জুডো, টেবিলটেনিস, বেডমিন্টন, ভলিবল প্রভৃতি ইনডোর গেমসের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের প্রতিযোগিতা সংগঠিত করার সুব্যবস্থা থাকবে। এছাড়া থাকবে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের অফিস ঘর, ক্রীড়াবিদদের জন্য ওয়ার্ম আপ কক্ষ, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র, ডোপ টেস্টিং ল্যাব, ভি আই পি গ্যালারী এবং প্রেস কর্নার ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জুডো, ক্যারাটে, টেবিলটেনিস এবং ওয়েটলিফটিং খেলার জন্য চারতালা বিশিষ্ট অনুশীলন হল, বেডমিন্টন হল এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য একটি সুইমিং পুল নির্মাণের কাজে হাত দেওয়া হবে। পাশাপাশি বর্তমান ক্রীড়া অধিকর্তার অফিসটি পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত হবে দুইশত শয্যাবিশিষ্ট মহিলা ক্রীড়া-প্রশিক্ষণার্থীদের হোস্টেল হিসেবে।

২) উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের উন্নয়ন এবং পুরাতন আস্তাবল মাঠকে নতুন কলেবরে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান রূপে নির্মাণের কাজ চলছে।

৩) শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসে চারতালা বিশিষ্ট ৩৫০ শয্যার ছেলে ও মেয়েদের জন্য স্পোর্টস হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে।

৪) পানিসাগরে অবস্থিত আঞ্চলিক শারীরশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় (আর সি পি ই) -এর আধুনিকীকরণ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের খেলার মাঠটিকে উন্নতভাবে গড়ে তোলার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

৫) পানিসাগরে শারীরশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে গড়ে উঠতে চলেছে ২০০ আসন বিশিষ্ট ছেলে ও মেয়েদের জন্য রাজ্যের দ্বিতীয় স্পোর্টস স্কুল।

৬) কৈলাসহর ও উদয়পুরে গড়ে উঠছে জেলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স।

৭) উদয়পুর ও আমবাসাতে জেলা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অফিস গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে। সোনামুড়া, অমরপুর, সাব্রুম, খোয়াই, বিশালগড়, গন্ডাছড়া এবং ধর্মনগরে যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের অফিস গৃহ নির্মাণের কাজ চলছে।

৮) রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নূতন বিদ্যালয় যেখানে হবে সেখানে অবশ্যই একটি খেলার মাঠ তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব পাবে।

প্রশিক্ষণ

গড়ে ওঠা এই পরিকাঠামোকে ব্যবহার করে রাজ্যে ক্রীড়া-প্রতিভা বিকশিত করার দায়িত্ব রয়েছে রাজ্যের প্রশিক্ষক ও শারীর শিক্ষকদের উপরে। বর্তমানে রাজ্যে মোট শারীরশিক্ষক রয়েছেন ৮০৭ জন। এর মধ্যে ৫৩ জন কোচিং ডিপ্লোমাধারী এবং ২২ জন সহি কোচ হিসেবে কর্মরত আছেন। ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ ও ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের তত্ত্বাবধানে এই শিক্ষক ও প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণের কাজে কর্মরত রয়েছেন। প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবছর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর ও রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে খেলোয়াড়দের নিয়ে সারা রাজ্যব্যাপী মোট ২০৩টি বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল

রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিভাদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০০ সালে আগরতলায় প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, জুডো ও জিমন্যাসটিক্স এই পাঁচটি বিভাগে এই স্কুলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বর্তমানে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৪৭ জন। এই সংখ্যাকে

ভবিষ্যতে ৫০০-এ নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয়গৃহ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। একই সাথে এই বিদ্যালয়ের সমগ্র পরিকাঠামোকে নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চলছে।

গত কয়েক বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এই বিদ্যালয়ের কিছু খেলোয়াড় উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছে।

ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ

ক্রীড়া ক্ষেত্রে সামগ্রিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত হয় ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদ। এই পর্ষদ রাজ্যের ক্রীড়া সংগঠন ও তার বিকাশের প্রশ্নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। এই সংস্থাটির অধীনে

বর্তমানে মোট ২৮টি রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা রয়েছে। এছাড়া এই পর্ষদের অধীনে রয়েছে ৪৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এই সংস্থাগুলোকে খেলাধূলার প্রসার এবং প্রশিক্ষণের জন্য পর্ষদ থেকে সামর্থ অনুযায়ী সহায়তা করা হয়। ক্রীড়া পর্ষদ বৎসরব্যাপী প্রতিভা বাছাই, খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং রাজ্য ক্রীড়া সংস্থাগুলোকে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা সংগঠন ও জাতীয় আসনের অংশগ্রহণের জন্য আর্থিক সহায়তা করে থাকে।

ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ড

ত্রিপুরা স্পোর্টস বোর্ড রাজ্য সরকারের মনোনীত একটি সংস্থা যারা স্কুলস্তরের ক্রীড়া আসর সংগঠন, প্রশিক্ষণ ও জাতীয় আসরে অংশগ্রহণের বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই সংস্থার অধীনে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে ও প্রতিটি জেলায় একটি করে সংস্থা রয়েছে যারা ক্রীড়া সংগঠনের ব্যাপারে রাজ্য সংস্থাকে সাহায্য করে আসছে।

বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসরে রাজ্যের ছেলে-মেয়েদের অংশগ্রহণ

বিগত বছরগুলোতে গড়ে ওঠা ক্রীড়া-পরিকাঠামো ব্যবহার করে ক্রীড়া শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে রাজ্যের প্রতিভারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য কুড়িয়েছে অ্যাথলেটিক্স, জুডো এবং জিমনাস্টিক্স-এর বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় আসর থেকে -

বৎসর	প্রতিযোগিতার বিষয়	জাতীয়/ আঞ্চলিক আসর	অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়	সোনা	রূপা	ব্রোঞ্জ	মোট পদক
২০০৭-০৮	অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, ফুটবল, জুডো, সাঁতার, খো খো	জাতীয়/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ইস্টজোন লেভেল	১৭৭৭ জন	৫১	৬১	৭৭	১৮৯
২০০৮-০৯	অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, ফুটবল, জুডো, সাঁতার, যোগা, ব্যাডমিন্টন, কারাটে	জাতীয়/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ইস্টজোন লেভেল	১৬৯৫ জন	১১৯	১০১	৯৭	৩১৭
২০০৯-১০	অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, জুডো, সাঁতার, যোগা, খো-খো	জাতীয়/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ইস্টজোন লেভেল	১৭২৩ জন	৩৮	২৬	৫২	১১৬
২০১০-১১	অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, ফুটবল, জুডো, যোগা, টেবিলটেনিস, ব্যাডমিন্টন	জাতীয়/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ইস্টজোন লেভেল	১৫৭০ জন	৪৪	৩৫	৫৪	১৩৩
২০১১-১২	অ্যাথলেটিক্স, জিমনাস্টিক্স, টেবিলটেনিস, জুডো, সাঁতার, যোগা, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল	জাতীয়/উত্তর-পূর্বাঞ্চল/ইস্টজোন লেভেল	১৪৬৬ জন	৬২	৪৭	৮৩	১৯২

বিগত বছরগুলোতে রাজ্যের যে সকল খেলোয়াড় আন্তর্জাতিকস্তরে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন

ফুটবল	শ্রী নিলাদর্জী জমাতিয়া (ইরান-২০০৭), শ্রী নন্দনারায়ণ জমাতিয়া, শ্রী বাদল দেববর্মা, শ্রী লিয়েনমুইয়া ডার্লং (চীন-২০০৮), শ্রীমতি বকুল রাণী দেববর্মা ও শ্রীমতি রুমা দেববর্মা (শ্রীলঙ্কা-২০০৯ ও ২০১০)।
অ্যাথলেটিক্স	শ্রী লিটন দেববর্মা [তেলজান (ইষ্টনিয়া)-২০০৯]
জিমনাস্টিক্স	শ্রীমতি দীপা কর্মকার [লন্ডন, কাতার (দোহা)-২০০৯, চীন-২০১০]
দাবা	শ্রীমতি সাইনি দাস (তুর্কি-২০০৯, শ্রীলঙ্কা-২০১০)
যোগা	শ্রীমতি পিয়ালি মজুমদার (হংকং-২০১১)

রাজ্যের কৃতী জিমনাস্ট দীপা কর্মকার আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও আঞ্চলিকস্তরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় এখন পর্যন্ত ৩৭টি স্বর্ণ ও ৮টি রৌপ্য সহ মোট ৪৬টি পদক পেয়েছে। এছাড়াও জাতীয় ক্ষেত্রে সে ৬(ছয়) বার শ্রেষ্ঠ জিমনাস্ট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও সাফল্যলাভের জন্য রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে দীপার সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্য সরকার তাকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরে শারীর শিক্ষক পদে নিযুক্তি দিয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্রীড়াবিদ হিসেবে দীপার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ ডোনার মন্ত্রক তাকে "চেয়ারম্যানস স্পোর্টস এওয়ার্ড" -এর মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকার পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছে।

যুব বিষয়ক কর্মসূচী

এই কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে

১. যুব সম্প্রদায়ের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ।
২. লোকসংস্কৃতির পাশাপাশি মিশ্র সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশ।
৩. দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সাহসী যুবসমাজ গঠনের লক্ষ্যে অভিযানমূলক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান।
৪. স্কাউটস এন্ড গাইডস আন্দোলনের মাধ্যমে সেবার মনোভাব সম্পন্ন আদর্শ কর্মী গড়ে তোলা।
৫. অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করা।

এছাড়া প্রতিবছর ব্লকস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত যুব উৎসব উদযাপন, যুবাদের জন্য অভিযানমূলক ক্রীড়ানুষ্ঠান, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

যুব বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডে জাতীয় স্তরে প্রাধান্য দেখিয়ে ২০০৯-১০ বর্ষে শ্রীমতি রাখী দাসপুরকায়স্থ জাতীয় যুব পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০৯-১০ বর্ষে চারজন ও ২০১০-১১ বর্ষে ছয়জন স্কাউটস ও গাইডস বিশেষ কৃতিত্বের জন্য রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেছেন। কর্ণাটকের বেঙ্গালোরুতে ২০১২ সালের জাতীয় যুব উৎসবে রাজ্যের কৃতি শিল্পী শ্রীমতি পূর্ণশ্রী ঘোষ কথক নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

পঞ্চায়েত যুবা ও ক্রীড়া খেল অভিযান (পাইকা প্রকল্প)

কেন্দ্রীয় যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রক থেকে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে পঞ্চায়েত যুবা ক্রীড়া ও খেল অভিযানের মাধ্যমে ২০০৮ সাল থেকে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ক্রীড়া-পরিকাঠামো ও খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প রাজ্যে চালু রয়েছে। এখন পর্যন্ত ৩২৪টি পঞ্চায়েত পাইকা প্রকল্পের আওতায় এসেছে এবং ৩২৪টি স্কুলমাঠ ও পঞ্চায়েতের খেলার মাঠ তৈরি ও উন্নয়ন করা হয়েছে। সর্বভারতীয় লক্ষ্য হিসাবে আগামী ২০১৭ সালের মধ্যে রাজ্যের সকল পঞ্চায়েতকে এই প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা রয়েছে।

জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন এস এস)

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে জাতীয় সেবা প্রকল্প (এন এস এস)। এই প্রকল্পাধীন ত্রিপুরা রাজ্য সেল নিজস্ব উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচী গুরুত্ব সহকারে সারা বছর সম্পাদন করে চলেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সেবামূলক মানসিকতা এবং সমাজে নেতৃত্ব দেওয়ার গুণাবলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে এন এস এস কাজ করছে। স্বেচ্ছা রক্তদান, পালস্ পোলিও টীকাকরণ, এইডস্ বিরোধী প্রচার, তামাক বিরোধী প্রচার, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক প্রচার, নারীদের সচেতনতামূলক প্রচার, জাতীয় মানবাধিকার দিবস পালন, পরিবেশ রক্ষায় প্রচার, সাফাই অভিযান, ভোক্তা সাধারণের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার, নিরক্ষরতা দূরীকরণ বিষয়ক আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্যুইজ ও বিতর্ক অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্মসূচী প্রতিনিয়ত পালিত হচ্ছে।